সেমিনার

জাতীয় বাজেট ২০১৬-১৭
কৃষি খাতের বরাদ্দ ও বাংলাদেশের ভবিষ্যৎ খাদ্য নিরাপত্তা

১৫ জুন ২০১৬, জাতীয় প্রেস ক্লাব

জিডিপিতে কৃষির অবদান কমছে

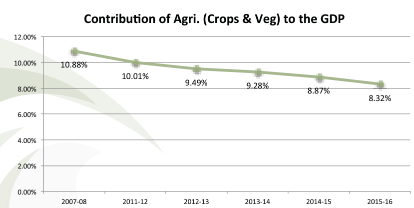

কমছে কৃষিতে শ্রমশক্তির অংশগ্রহণও

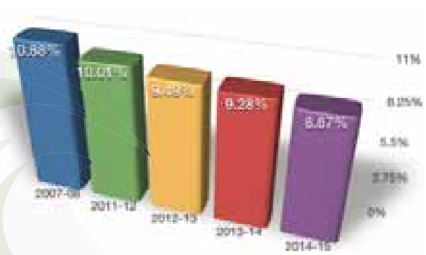

উপেক্ষিত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলো

- ✓ কৃষি জমির অকৃষিখাতে ব্যবহার নিয়ন্ত্রণ করতে হবে
- ✓ কৃষক বাঁচাতে নদী ভাঙ্গন প্রতিরোধ এবং ক্ষতিগ্রস্তদের পুনর্বাসন অত্যাবশ্যক
- ✓ জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবেলায় কৃষকের সক্ষমতা বৃদ্ধিতে সহায়তা প্রয়োজন
- ✓ শুধু উচ্চ ফলনশীল জাতের বীজ নয়, গুরুত্ব দিতে হবে উন্নত মানের দেশীয় বীজের উপর: প্রয়োজন বীজ সার্বভৌমত্ব

কৃষি পণ্যের ন্যায্য মূল্য নিশ্চিতের উদ্যোগ অপ্রতুল !

- ১৪টি বিশেষ কর্মসূচির মধ্যে ১৩ নাম্বারে ন্যায্য মূল্য!!
- ধানের উৎপাদন খরচ ৬০০-৮০০ টাকা, বিক্রয় মূল্য ৩০০-৫০০ টাকা
- এক মণ ধানে এক কেজি গরুর মাংস!
- জাতীয় কৃষি পণ্য মূল্য কমিশন” গঠন করতে হবে

আনুপাতিক হারে কৃষির জন্য বরাদ্দ কমেছে

এডিপিতেও আনুপাতিক হারে বরাদ্দ কমেছে

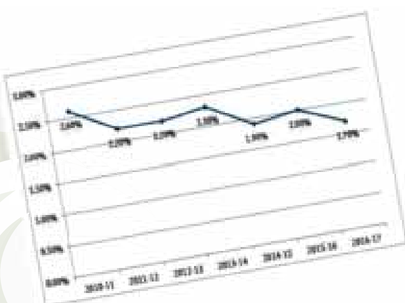

ভর্তুকি অপ্রতুলঃ কার্যকর ব্যবহার নেই

- কৃষককে ১ টাকা ভুর্তুকি দিলে কৃষক ১৫ টাকা ফেরত দিতে পারেন
- আগামী বছরের জন্য ৯,০০০ কোটি টাকা বরাদ্দ
- গত বছর ৯০০০কোটি চাকা বরাদ্দ হলেও সংশোধিত বাজেটে ৭০০০কোটি টাকা
- ভবিষ্যত বৈশ্বিক চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় ভর্তুকি বাড়ানো দরকার

আমাদের দাবিসমূহ

- বাজেটের আকারের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে কৃষির জন্য বরাদ্দ বাড়াতে হবে।
- বাজেটে কৃষির জন্য ভর্তুকি বাড়াতে হবে, ভুর্তুকির কার্যকর ব্যবহার নিশ্চিত করতে হবে
- কৃষি পণ্যের ন্যায্যমূল্য নিশ্চিত করতে মূল্য কমিশন গঠন করতে হবে
- ক্ষতিকর বিদেশি বীজ আমদানি বন্ধ, বিএডিসিকে আরও শক্তিশালী ও কার্যকর করতে হবে
- পাটের সোনালী অতীত ফিরিয়ে আনতে বিশেষ বরাদ্দ দিতে হবে
- কৃষি জমির অকৃষিখাতে ব্যবহার নিয়ন্ত্রণ করতে হবে
- কৃষক বাঁচাতে নদী ভাঙ্গন প্রতিরোধ এবং ক্ষতিগ্রস্তদের পুনর্বাসনে বাজেট বরাদ্দ দিতে হবে।

সবাইকে ধন্যবাদ